তারিখ ... 12 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাই কোচিংবাজ শিক্ষকদের প্রশ্রয়দাতা

রাকিব উদ্দিন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর-মাউশির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা কোচিংবাজ শিক্ষকদের প্রশ্রয়দাতার ভূমিকা পালন করেন বলে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বেসরকারি স্কুল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রভাবশালী শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির এক শ্রেণীর সদস্যও কোচিংবাজ শিক্ষকদের সহায়তা করেন।

কোচিংবাজদের আখড়া ২১টি স্কুল ও কলেজ শনাক্ত করেছে দুদক

এছাড়াও কোচিংবাজ শিক্ষকদের আখড়া হিসেবে পরিচিত রাজধানীর ২১টি স্কুল ও কলেজ শনাক্ত করেছে দুদক। ইতোমধ্যে ২১টি প্রতিষ্ঠানের আটটিতে অভিযান চালিয়ে ১০২ জন কোচিংবাজ শিক্ষককে চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি। তবে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা বড় বড় কোচিং সেন্টার ও বাণিজ্যনির্ভর অনেক কলেজ ও স্কুল দুদকের অনুসন্ধান তালিকার আওতাভুক্ত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলে ভর্তি কোচিংয়ের নামে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারও দুদকের অনুসন্ধানের তালিকায় নেই।

২০১৩ সালে একটি গোয়েন্দা সংস্থা সরকারি ও বেসরকারি হাইস্কুলের কোচিংবাজ শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। গোয়েন্দারা সারাদেশের ৩২২টি সরকারি হাইস্কুলের মধ্যে ১০৯টিতে অনুসন্ধান চালিয়ে ৫০৬ জন কোচিংবাজ শিক্ষকের সন্ধান পেয়েছে- উল্লেখ করে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রতিবেদনের আলোকে পরে চিহ্নিতদের বদলি করার উদ্যোগ নেয়া হলেও রহস্যজনক কারণে অদ্যবধি সেটি কার্যকর হয়নি।

সম্প্রতি দুদকের ছয় সদস্যের একটি তদন্ত টিম রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গোপন ও প্রকাশ্যে খোঁজ-খবর নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরি করেছে। পরিদর্শনকালে স্কুলসমূহের শিক্ষক-শিক্ষকাদের মধ্যে কোচিং বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলে রাজধানীর সরকারি ও বেসরকারি আটটি স্কুলের মোট ১০২ জন কোচিংবাজ শিক্ষকদের চিহ্নিত করা হয়। এদের প্রায় সবাই নিজ নিজ বাসভবন বা অন্যত্র বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং সেন্টার চালু করেছেন বলে দুদকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে দুদকের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক ও কোচিং বাণিজ্য বন্ধে বিশেষ টিমের প্রধান মোহাম্মদ ইব্রাহীম সম্প্রতি সংবাদকে বলেন, 'এটি আসলে আমাদের ইন্টারনাল (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপার

দুর্নীতিবাজ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

দুর্নীতির : বিরুদ্ধে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যালয়ে যান। এ সময় কমিশনের চেয়ারম্যান ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে ক্রেস্ট এবং ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন ক্যাম্পেইনিং কৌশল নিয়ে সাকিব আল হাসান তার অভিব্যক্তিও প্রকাশ করেন।

শুভেচ্ছা দূত হিসেবে কাজ করার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে সাকিব আল হাসান বলেন, দুর্নীতি দমনে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। কমিশনের যেকোন কর্মসূচিতে আমি আসব। আমরাও চাই দুর্নীতিমুক্ত দেশ। আমরা যখন কোন দেশের অভিবাসন দফতরে আমাদের পাসপোর্ট জমা দেব, তখন তারা যেন মনে করে, বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতিমুক্ত এবং বিশ্বের রোল মডেল।

অনুষ্ঠানে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, দুর্নীতি আমাদের দেশের মানুষের জন্য একটি লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা থেকে মুক্তির জন্যই দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করছে। কমিশনের অন্যতম কাজ হচ্ছে মানুষকে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিভিন্ন বার্তা পৌঁছে দেয়া। যাতে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার আগেই মানুষ সচেতন হয়। কমিশন চেষ্টা করছে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করতে। গত বছর দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশ দুই ধাপ এগিয়েছে উল্লেখ করে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, এর অর্থ হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু ইতিবাচক কার্যক্রম হচ্ছে। ঘুষ নিতে ঘুষখোর কর্মকর্তারা ভয় পাচ্ছেন। অনেক রাঘব-বোয়াল এখন দুদকের জালে। এক্ষেত্রে কমিশন ব্যক্তির পদ-পদবি, সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক পরিচয় কোন কিছু দেখছে না। কমিশন শুধু দেখছে অভিযোগের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে জানাতে চাই আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের নাগরিক নই। তিনি বলেন, আমরা জাতিগতভাবে আবেগ-প্রবণ ও সহনুভূতিশীল, তাই আমরা বন্যা, ঘূর্ণিঝড় কিংবা অন্য যেকোন দুর্যোগে যেমন মানুষের পাশে দাঁড়াই, তেমনি আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করি। তিনি বলেন, ৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলনে দেশের তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে এসেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধেও তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। তাই কমিশন প্রতিটি কর্মসূচিতে তরুণদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। এই দেশ আমার, আপনার, আমাদের সবার। তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনারের পদটি কোন চাকরির পদ নয়, এটি একটি মিশন। আমরা দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে একটি মিশন নিয়ে কাজ করছি।

তিনি সাকিব আল হাসানের উদ্দেশে বলেন, আপনারা বিশেষ করে আপনি বাংলাদেশকে একটি বিশেষ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। বিশ্বে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য আমরা গর্বিত। তিনি বলেন, আপনি তরুণ-দেশকে কিছু দেয়ার জন্য এখনই উত্তম সময়। আপনার কারণে যদি দেশের ১০টি তরুণ সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয় সেটাও বিশাল প্রাপ্তি। আপনি দেশের কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর আইকন। তাই আপনাকে দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে তরুণদের মাঝে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।